দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 1 4 2008 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

61

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে ১৬ জানুয়ারি ক্লাস শুরু ॥ শিবিরের অবরোধের ডাক ॥ নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে

চবি সংবাদদাতা ॥ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হচ্ছে নতুন শতাব্দীর প্রথম শিক্ষা কার্যক্রম। পবিত্র রমজান উপলক্ষে দীর্ঘ এক মাস বন্ধের পর আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হচ্ছে। ক্যাম্পাসে সংঘটিত ডবল মার্ডারের প্রেক্ষিতে ২০ দিন অনির্ধারিত বন্ধের পর আবাসিক ছাত্র হল খুলছে আগামীকাল। ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি ফরম বিতরণ। একই সাথে আগামীকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক অবরোধের ডাক দিয়েছে ছাত্রশিবির। বিশ্ববিদ্যালয় খোলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ জঙ্গী অবস্থান নিয়েছে।

সূত্র মতে, নতুন শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রথম দিন থেকেই পুনরায় অচল হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ইতোপূর্বে ছাত্রশিবির ঈদ উপলক্ষে লাগাতার অবরোধ স্থগিত করলেও আগামীকাল থেকে পুনরায় তা শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে। ক্যাম্পাসে নিহত দুই শিবির নেতা হত্যাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার না করা পর্যন্ত এ অবরোধ অব্যাহত থাকবে বলে শিবির সূত্র জানায়। অবরোধকে সফল করতে শিবির ২নং গেটে বিপুলসংখ্যক ভারি অস্ত্রের মজুদ গড়ে তুলেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কিছু ক্যাডারও এসেছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়। শিবিরের দাবি মানা না হলে বিশ্ববিদ্যালয় চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার মতো ঘটনা ঘটানো হবে বলে শিবির প্রশাসনকে হুমকি দিয়েছে বলে প্রশাসনের এক কর্মকর্তা জানান। অপরদিকে ঈদের আগে ছাত্রলীগ পাল্টা অবরোধ স্থগিত করলেও ঈদের পরে নতুন কোন কর্মসূচী ঘোষণা দেয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরবিরোধী আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে ছাত্রলীগের বিবদমান তিন গ্রুপ এক হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে আগামীকাল সকাল ১০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র হলগুলো খুলে দেয়া হচ্ছে। নতুন করে হল দখলকে কেন্দ্র করে শিবির ও ছাত্রলীগ শক্তি সঞ্চয় করছে। এদিন হল দখলকে কেন্দ্র করে যে কোন বড় ধরনের সংঘর্ষের আভাস দিয়েছে ক্যাম্পাস সূত্র। তবে যে কোন ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে আগের দিন থেকে ক্যাম্পাস ও হলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হবে বলে প্রশাসন সূত্র জানায়। আগামীকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হবে। উল্লেখ্য, গত ২০ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ২ শিবির নেতা নিহত হয়। এ ঘটনার পর পরই ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করে এবং হল বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হলো। অপরদিকে আগামী ১৮ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। এদিন থেকেই ভর্তির ফরম বিতরণ শুরু হবে। তবে বিরাজমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে মেধাবী ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে বলে অভিজ্ঞ মহল জানায়।